শিক্ষকগণের উপস্থিতিতে শেখ রাসেল আইসিটি ল্যাবে
অনুশীলনরত বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের একাংশ

শিক্ষকগণের নির্দেশনায় পদার্থবিজ্ঞান ল্যাবে
অনুশীলনরত একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা

শিক্ষকগণের নির্দেশনায় রসায়ন ল্যাবে
অনুশীলনরত একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা

শিক্ষকগণের নির্দেশনায় জীববিজ্ঞান ল্যাবে
অনুশীলনরত বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা

"হও জ্ঞানের দিশারী, সেবা দাও দিগন্তপ্রসারী"

প্রস্‌পেক্‌টাস

(একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি)

[বি:দ্র: ভর্তির পূর্বে অবশ্যই এই প্রস্‌পেক্‌টাস পড়ে আসতে হবে ।]

উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্কুল কোড : ১১৮৮, কলেজ কোড : ১৯০৬, EIIN : ১০৮৩৫৫
৩/৩ ফুলার রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৪৪৮৬৫০৭৫
স্থাপিত : ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ

অধ্যক্ষের বাণী

প্রিয় শিক্ষার্থী ও সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ,

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিচ্ছু সকল শিক্ষার্থী ও তাদের সম্মানিত অভিভাবকগণের প্রতি রইলো আন্তরিক শুভেচ্ছা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় একটি অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত এ প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সরাসরি তত্ত্বাবধানে যাবতীয় কার্যক্রম অত্যন্ত নৈপুণ্যের সহিত পরিচালনা করে আসছে। পাবলিক পরীক্ষাসমূহে ধারাবাহিকভাবে ঈর্ষণীয় ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি একাধিকবার জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি নানাবিধ সহশিক্ষা কার্যক্রমে আশাতীত ফলাফল লাভ করে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যাপক সুনাম কুড়িয়েছে। সর্বোপরি, প্রতিষ্ঠানটি সুধীমহলে আলোকিত মানুষ গড়ার কারখানারূপে স্বীকৃত।

অধ্যক্ষ

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

'উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যের নেতৃত্বে বিজ্ঞপরিচালনা পর্ষদের সুদক্ষ পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। 'Dhaka English Preparatory School' নামে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে নবাব ফয়জুন্নেছার দানকৃত জমিতে বিদ্যালয়টি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'উদয়ন বিদ্যালয়'। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে কলেজে উন্নীত হওয়ায় বিদ্যালয়টির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়'। প্রতিষ্ঠানটি একাধিকবার জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। একাডেমিক শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে সকলের নজর কেড়েছে।

প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব

- ➢ অত্যাধুনিক ও সুপরিসর শ্রেণিকক্ষ
- ➢ প্রজেক্টরের মাধ্যমে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা
- ➢ অত্যাধুনিক আইসিটি ল্যাব
- ➢ অত্যাধুনিক বিজ্ঞানাগার
- ➢ সমৃদ্ধ পাঠাগার
- ➢ অভিজ্ঞ ও দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ/ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষকমন্ডলি কর্তৃক পাঠদান
- ➢ জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কারপ্রাপ্ত।
- ➢ পাসের হার শতভাগ।
- ➢ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী বুয়েট, মেডিকেল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়।
- ➢ সহশিক্ষায় পাঠদান।
- ➢ ধূমপান ও রাজনীতি মুক্ত।
- ➢ সরাসরি ও অনলাইনে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালিত।
- ➢ একাডেমিক ফলাফল ও আর্থিক কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে পরিচালিত।
- ➢ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

প্রতিষ্ঠানের উচ্চ মাধ্যমিক শাখার বিভিন্ন বিভাগের বিষয়ের বিবরণ:

আবশ্যিক বিষয়সমূহ (সকল শাখার জন্য):

১। বাংলা
২। ইংরেজি
৩। আইসিটি (ICT)

শাখা ভিত্তিক বিষয়সমূহ

বিজ্ঞান শাখা		
ক) আবশ্যিক বিষয়:	খ) নৈর্বাচনিক বিষয় (১টি):	গ) ঐচ্ছিক বিষয় (১ টি):
১। পদার্থবিজ্ঞান ২। রসায়ন	১। উচ্চতর গণিত ২। জীববিজ্ঞান	১। জীববিজ্ঞান ২। উচ্চতর গণিত ৩। পরিসংখ্যান

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা	
ক) আবশ্যিক বিষয়:	খ) নৈর্বাচনিক বিষয় + ঐচ্ছিক বিষয় (১ টি):
১। ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ২। হিসাববিজ্ঞান	১। উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন+পরিসংখ্যান ২। উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন+ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা

ভর্তির নিয়মাবলি

১। ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা:
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অত্র প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হবে।

২। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার সময় এসএসসি পরীক্ষার মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও প্রশংসাপত্র, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও প্রবেশপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি এবং সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের শিক্ষার্থীর দুই কপি, পিতার দুই কপি এবং মাতার দুই কপি ছবি জমা দিতে হবে।

৩। সকল শাখায় ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বিদ্যালয় অফিসে জমা থাকবে এবং এইচএসসি পরীক্ষা পাশ করার পরই ট্রান্সক্রিপ্ট ফেরত দেয়া হবে। একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ভুয়া প্রমাণিত হলে ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে।

৪। বোর্ডের নিয়মানুয়ায়ী বিশেষ ক্ষেত্রে বদলি পত্রের (টিসি) মাধ্যমে আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে ভর্তির সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বেতন ও অন্যান্য ফি

১। মসিক বেতন	২০০০/-
২। বার্ষিক সেশন ফি	৫০০০/-
৩। বার্ষিক উন্নয়ন ফি	৩০০০/-
৪। মাসিক আইসিটি ল্যাব ফি	২০০/-
৫। পরীক্ষা ফি (প্রতি টার্ম)	১০০০/-
৬। আইডি কার্ড, ডায়েরি, সিলেবাস, উবি মনোগ্রাম	৪০০/-
৭। বোর্ড রেজি: ফি	(বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত)
৮। নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা	৫০০/-
৯। বার্ষিক বিজ্ঞানাগার ফি (শুধু বিজ্ঞান বিভাগের জন্য)	১৫০০/-

প্রতিষ্ঠানের নিয়ম শৃঙ্খলা সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

শৃঙ্খলা উন্নতির সোপান। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত উন্নতি ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতির জন্য শৃঙ্খলাবিধি মেনে চলা অপরিহার্য। নিয়মিত শ্রেণিকার্যক্রমে অংশগ্রহণ, মনোযোগের সাথে পাঠগ্রহণ, ড্রেসকোড মেনে চলা, সর্বোপরি বিদ্যালয়ের সার্বিক শৃঙ্খলাবিধি মেনে চলা শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলি

* শ্রেণিকার্যক্রমের সময়সূচি সকাল ৭:৪০ মিনিট হতে দুপুর ১:৪৫ মিনিট পর্যন্ত।
* শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরতে হবে।
* বিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হবে।
* কোনো অবস্থাতেই মোবাইল ফোন আনা যাবে না।

প্রাতিষ্ঠানিক পরীক্ষা এবং শ্রেণিকার্যক্রম সংক্রান্ত নিয়মাবলি

* পাঠ শেষে ধারাবাহিক মূল্যায়ন
* একাদশ শ্রেণিতে ১টি অর্ধ-বার্ষিক ও ১টি বার্ষিক পরীক্ষা এবং প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্বে ১/২টি বিশেষ অনুশীলন।
* দ্বাদশ শ্রেণিতে ১টি অর্ধ-বার্ষিক ও ১টি নির্বাচনি পরীক্ষা এবং প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্বে ১/২টি বিশেষ অনুশীলন।
* নির্বাচনি পরীক্ষার পর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা।
* প্রত্যেক পরীক্ষার সাথে ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও বিশেষ অনুশীলনের নম্বর থেকে ২০ নম্বর যোগ হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ের মোট নম্বর ১২০ এবং উত্তীর্ণ মান ৪০%।
* কোন শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণিতে অকৃতকার্য হলে তাকে কোনক্রমেই দ্বাদশ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা হবে না।
* কোন শিক্ষার্থী ৭৫% এর কম কিন্তু ৬০% এর বেশি উপস্থিত থাকলে নন-কলেজিয়েট হিসেবে গণ্য হবে।
* কোন শিক্ষার্থী ৬০% এর কম উপস্থিত থাকলে তাকে ডিস-কলেজিয়েট এবং পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করা হবে।
* ভালো ফলাফলের পাশাপাশি ১০০% উপস্থিতির জন্য শিক্ষার্থীদের আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম

একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব ও সংসদের মাধ্যমে শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যেমন-

* সকালের সমাবেশ
* উপস্থিত বক্তৃতা: বাংলা/ইংরেজি
* বিতর্ক প্রতিযোগিতা: বাংলা/ইংরেজি
* আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা
* বিজ্ঞান মেলা ও অলিম্পিয়াড
* সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা
* চিত্রাংকন অনুশীলন, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ
* বিখ্যাত ব্যক্তি ও কবি সাহিত্যিকদের জীবনী এবং জীবনাদর্শ আলোচনা
* দেয়াল পত্রিকা. ত্রৈমাসিক পত্রিকা, উদয়ন বার্তা ও বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ
* বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান, মিলাদ মাহফিল, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন
* নবীনবরণ, বিদায় সংবর্ধনা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন
* শিক্ষা সফর, বনভোজন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন, বিনোদনমূলক স্থানে গমন
* বিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী ব্যান্ডের মাধ্যমে শরীরচর্চা প্রদর্শন
* গার্লস্ গাইড ও বয়েজ স্কাউট নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ইত্যাদি
* আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ যেমন: British Council Bangladesh কর্তৃক পরিচালিত Connecting Classrooms Project, UNESCO ও JICA-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান
* বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন
* ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ
* বৃক্ষরোপণ
* তাইকোয়ান্দো ও জুডো-কারাত কাব ইত্যাদি